ডোপ টেস্ট: এবার চাকরিচ্যুত হলেন সার্জেন্ট আতাউর

মাদক সেবনের দায়ে নওগাঁয় কর্মরত সার্জেন্ট আতাউর রহমানকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। ডোপ টেস্টে ধরা ঝেয়ে জেলার মধ্যে তিনি প্রথম কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি হারালেন। গত মঙ্গলবার (৫ জানুয়ারি) তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় বলে জানা গেছে।

নওগাঁ পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সম্প্রতি সার্জেন্ট আতাউর রহমানের ডোপ টেস্ট করা হলে ফলাফল পজিটিভ আসে। এরপর তাকে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়। মঙ্গলবার (৫ জানুয়ারি) তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পুলিশ সদস্যদের মধ্যে কেউ যদি মাদকসেবন করে থাকে এজন্য আমরা নিয়মিত ডোপ টেস্ট করে থাকি। এ পর্যন্ত ডোপ টেস্টে একজনের পজিটিভ এসেছে। আমরা তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। প্রায় তিন মাস আগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিয়ে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

এর আগে, এর আগে ঢাকা মহানগরের পল্লবী থানার এক পুলিশ সদস্যকে মাদকসেবনের দায়ে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার দিনভর পল্লবী থানায় এ নিয়ে বেশ আলোচনা ছিল। চাকরিচ্যুত ওই পুলিশ সদস্যের নাম আরিফ হোসেন মল্লিক। তিনি পল্লবী থানায় এসআই পদে কর্মরত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সরকারি চাকরিতে চূড়ান্ত নিয়োগের আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে এখন ডোপ (মাদকদ্রব্য) টেস্টও শুরু হয়েছে। পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ার এসপিকে হত্যার

হুমকি: থানায় মামলা

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) এসএম তানভীর আরাফাতকে হত্যার হুমকি দেওয়ায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সম্প্রতি এই ঘটনায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) এসআই মো. কায়েস মিয়া বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর আশরাফুল আলমকে।

তিনি জানান, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই হুমকি দেয়া হয়েছে। কারা এসব ফেসবুক আইডি ও ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনা করে তা শনাক্তে পর্যবেক্ষণ চলছে। খুব দ্রুত তাদেরকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ৫ ডিসেম্বর ও ১৭ ডিসেম্বর কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু ও বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। দু’টো ঘটনায় দ্রুত জড়িতদের গ্রেফতারের মাধ্যমে আইনের আওতায় আনা হয়। উভয় ঘটনায় জড়িতরা এখন কারান্তরীন।

এরপর গত ২১ ডিসেম্বর জেলার কুমারখালী উপজেলার কয়া কলেজে সাধারণ নাগরিক পরিষদের ব্যানারে ভাস্কর্যে হামলার ঘটনায় আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন এসপি তানভীর আরাফাত।

সেখানে তার দেয়া বক্তব্যের ছবি ও ভিডিও আংশিকভাবে সামাজিক যোগাযোগাম মাধ্যমে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রচার করছে একদল দুর্বৃত্ত। সেখানে এসপি তানভীর আরাফাতকে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে। এমন ১৭টি ফেসবুক আইডি ও ১টি ইউটিউব চ্যানেলের কথা মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বারাদি বিট পুলিশ ইউনিটের উদ্যোগে আমঝুপিতে উঠান বৈঠক

পুলিশি সেবা জনগণের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের যাত্রা। মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি বিট পুলিশ ইউনিটের উদ্যোগে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ইভটিজিং প্রতিরোধকল্পে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় মাঠে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বারাদি ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্বাস উদ্দিনের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহদারা খান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ৬ নং ওয়ার্ড আমঝুপি ইউপি সদস্য আবুল কসেম, মশিউর রহমান ডাবলু প্রমুখ।

দুর্ঘটনা ঠেকাতে কালীগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের ভিন্ন উদ্যোগ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ডাকাতি ঠেকাতে সড়কের দুই পাশের জঙ্গল পরিষ্কার ও কুয়াশায় চালকদের দৃষ্টিভ্রম রোধে গাছে রং করেছে বারবাজার হাইওয়ে থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার দিকে ঝিনাইদহ-যশোর সড়কের রঘুনাথপুর এলাকায় জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেন সোহেল, বারবাজার হাইওয়ে থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন, কালীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাবজাল হোসেন, সাংবাদিক

হাবিব ওসমান প্রমুখ।

বারবাজার হাইওয়ে থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, কুয়াশার কারণে এমনিতে সড়কে কিছু দেখা যায় না। তারপরও দুইপাশের জঙ্গলে বেশ ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

কেউ যেন সড়কে ডাকাতির চেষ্টা করতে না পারে এজন্য সড়কের দুইপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং রাস্তার পাশের গাছগুলাতে সাদা রং করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য অবমাননার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা পুলিশের আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা পুলিশের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের অবমাননার প্রতিবাদ, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ, মাদক ও জঙ্গীবাদ নির্মূল সংক্রান্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার ১২ টার দিকে জেলা পুলিশ লাইন সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সভা সঞ্চালনা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম।

দর্শনার ওসির মানবাধিকার পুরস্কার অর্জন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহাব্বুর রহমান এশিয়া ছিন্নমূল মানবাধিকার বাস্তবায়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক “মানবাধিকার পুরস্কার-২০২০” অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অসহায় মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়ানো, দর্শনা থানা এলাকায় বিভিন্ন মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধান করাসহ বিভিন্ন প্রকার মানবিক কাজের জন্য তাকে এশিয়া ছিন্নমূল মানবাধিকার বাস্তবায়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক “মানবাধিকার পুরস্কার-২০২০” প্রদান করেছে।

অফিসার ইনচার্জ বলেন, আমার এই কৃতিত্বের দাবিদার দর্শনাবাসি ও আমার সহকর্মীবৃন্দ। আগামী দিনের জন্য সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।

দামুড়হুদায় চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজন উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে বেলা ১০ টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে উপজেলা আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহিউদ্দিন, ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, প্রাণী সম্পদ অফিসার মশিউর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোহাম্মদ জামান শুভ, সমাজসেবা অফিসার সানোয়ার হোসেন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হুসনে আরা, সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালের,

দর্শনা থানার ওসি তদন্ত মাহাবুবুর রহমান, সহকারী মৎস্য অফিসার আইয়ুব আলী, উপজেলা আনসার ও ভিডিপির প্রশিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, সদর ইউনিয়ন আঃ লীগের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সদর ইউপি চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, হাউলি ইউপি চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত), পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, যুগ্ম-সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, সাবেক সভাপতি হাবিবুর রহমান হবি বিজিবি’র প্রতিনিধি, সাংবাদিক বৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় ভুয়া গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যসহ আটক-৩

কুষ্টিয়ায় ভুয়া ডিবি পুলিশ, র্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের আটক করেছে পুলিশ।

তারা ভুয়া ডিবি পুলিশ, র্যাব ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয়

দিয়ে অভিনব কৌশলে ছিনতাই/ডাকাতি করতো।

রোববার রাতে ভেড়ামারা উপজেলার ১২ মাইল এলাকা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়।

এ সময় একটি প্রাইভেট কার, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোগোযুক্ত টি-শার্ট, স্পেশাল ফোর্স কমান্ড লোগোযুক্ত টি-শার্ট ও নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহৃত দুই জোড়া বুট, র্যাবের ব্যবহৃত একটি কালো টুপি, ওয়াকি টকি সেট, দেশীয় তৈরি তরবারি ও ডেগার টিপ চাকু, ২ টি বিদেশি পিস্তল, দুইটি ম্যাগাজিন, ৪ রাউন্ড গুলি ও ১১বোতল ফেনসিডিলসহ স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৯২ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

আটককৃতরা হলো ঢাকার সাভারের মৃত জমির খানের ছেলে আরিফুল ইসলাম (৪২), নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার কালা মিয়ার বাড়ি এলাকার তোফাজ্জল হকের ছেলে খোকন মিয়া ওরফে জামাল মিয়া(৫৫), মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি এলাকার আব্দুর রবের ছেলে মোহাম্মদ হারুন ওরফে বাবু মিয়া(৪২)কে আটক করা হয়।

সোমবার সকালে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য জানান কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত।

তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে কুষ্টিয়া শহর ও আশপাশের উপজেলায় বিভিন্ন কৌশলে কখনও পুলিশ কখনও গোয়েন্দা পুলিশ আবার কখনও র্যাব এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিতো।

বিশেষ করে গরু ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ধোকা দিয়ে টাকা সংরক্ষণ করে রাখার কথা বলে ব্যাপারীদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে গাড়িতে রাখত এবং শহরের মধ্যে নারীদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ছিনতাই করতো তারা।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার আরও জানান, আটককৃত ছিনতাইকারীরা প্রাইভেট কারটি ব্যবহার করে বিভিন্ন বাহিনীর পোশাক, বুট, ওয়াকি টকি সেট, অস্ত্র-গুলি ব্যবহার করে গরু ব্যবসায়ী, সাধারণ ব্যবসায়ী ও ভদ্র মহিলাদের টার্গেট করে ডিবি পুলিশ, র্যাব, কখনও গোয়েন্দা সংস্থাসহ অন্যান্য বাহিনীর পরিচয় দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে কুষ্টিয়া যশোর ঝিনাইদহ পাবনা রাজশাহী বগুড়া টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় দীর্ঘদিন ধরে ছিনতাই করে আসছিল।

১৪ টি অপরাধ সংঘটিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে ৬ টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কুষ্টিয়াতে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় ডোপ টেস্টে ৮ পুলিশ চাকরিচ্যুত

ডোপ টেস্টে মাদক সেবনের প্রমাণ পাওয়ায় কুষ্টিয়া জেলায় কর্মরত আট পুলিশ সদস্যকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

তাদের মধ্যে দু’জন উপপরিদর্শক (এসআই), দু’জন সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) এবং বাকিরা কনস্টেবল পর্যায়ের। এ ছাড়া এক সার্জেন্টসহ দু’জনের বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত আছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত পুলিশ সুপার হিসেবে যোগ দেওয়ার পর মাদকের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেন। মাদক ব্যবসায়ী, সেবনকারীদের বিষয়ে যেমন কঠোর ব্যবস্থা নেন, তেমনি পুলিশে কারা কারা মাদক ব্যবসা ও সেবনের সঙ্গে জড়িত তাও খূঁজে বের করা নির্দেশ দেন।

এরপর শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীদের পাকড়াও করার পাশাপাশি পুলিশেও শুরু হয় শুদ্ধি অভিযান। আইজিপির নির্দেশে পুলিশ সদস্যদের ডোপ টেস্ট করার উদ্যোগ নেন পুলিশ সুপার। তিনি সহেন্দভাজন ও গোয়েন্দা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের মে মাসে প্রথম কয়েকজন পুলিশ সদস্যের ডোপ টেস্ট করানোর নির্দেশ দেন। পরীক্ষায় এসব সদস্যের নিয়মিত মাদক সেবনের রিপোর্ট আসে।

এরপর গত দেড় বছরে পর্যায়ক্রমে ১১ জনের ডোপ টেস্ট করা হয়। এর মধ্যে ৯ জনই মাদক সেবন করতেন বলে ধরা পড়ে। পরীক্ষায় দু’জন এসআই, দু’জন এএসআই মাদক সেবনে জড়িত বলে জানা যায়। এ ছাড়া এক এসআইর কাছে মাদক পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট রয়েছেন। মাদক সেবনকারী এসব পুলিশ সদস্য বিভিন্ন থানা ও ক্যাম্পে কর্মরত

ছিলেন।

মাদকের বিষয়টি ধরা পড়ায় বিভাগীয় মামলার পাশাপাশি প্রথম দিকে অন্য জেলায় বদলি করা হয় তাদের। এর মধ্যে এক এসআইকে রাঙামাটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর ওই সার্জেন্টকে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। মাদক সেবনের বিষয়টি ধরা পড়ার পর অন্য সবাইকে বিভিন্ন জেলায় বদলি করা হয়। তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার পর তাদের আটজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত বলেন, মাদকের সঙ্গে কোনো আপস নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজিপিও মাদকের সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই শুদ্ধি অভিযান চলছে। আমরা কুষ্টিয়া থেকে মাদক নির্মূলের পাশাপাশি পুলিশ থেকেও চিরতরে মাদকাসক্তদের বাড়িতে পাঠাতে চাই। কোনো মাদক সেবনকারীর পুলিশে চাকরি করার অধিকার নেই।

পুলিশে দুর্নীতিবাজদের কোনো জায়গা নেই : আইজিপি

বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. বেনজীর আহমেদ বলেছেন, দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। কোনো পুলিশ সদস্য অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবে না। বাংলাদেশ পুলিশে দুর্নীতিবাজদের কোনো জায়গা নেই। পুলিশ হবে ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত।’

আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভায় আইজিপি এ আহ্বান জানান। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে (ডিএমপি) কর্মরত উপপরিদর্শক (এসআই), সার্জেন্ট ও পরিদর্শকদের কল্যাণ ও জনসাধারণের সঙ্গে আচরণবিধি নিয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।

আইজিপি আরও বলেন, পুলিশ সদস্যদের মনোজগতের পরিবর্তন দরকার, দরকার তাদের আচরণের পরিবর্তন। মানুষের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা থেকে সচেতনভাবে বেরিয়ে আসতে হবে। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

মানুষের ওপর শারীরিক শক্তি প্রয়োগ না করে আইনি সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে।

ডিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় অতিরিক্ত আইজি ড. মো. মইনুর রহমান চৌধুরী, এসবি প্রধান মীর শহীদুল ইসলাম, সিআইডি প্রধান ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান এবং ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।